বর্ষ ০৬
সংখ্যা ০১
জুন ২০২৩

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি
নিউজলেটার

তরুণদের চাকরি দিতে স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা

রাজশাহী: রাজশাহীর চারঘাটে প্রথমবারের মতো স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা হয়েছে। চারঘাট উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে মেলার উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। রাজশাহী জেলা প্রশাসক শামীম আহ্মেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী-৬ চারঘাট-বাঘা আসনের সংসদ সদস্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম। মেলায় তথ্যপ্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা দেশের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে পছন্দমতো আবেদন, ইন্টারভিউ এবং যাচাই-বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

বাগেরহাট: বাগেরহাটে প্রথমবারের মতো স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বাগেরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ মেলার উদ্বোধন করেন বাগেরহাট ২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ সারহান নাসের তন্ময়। মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে মেলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলায় তথ্যপ্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহীরা আবেদন, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার এবং ব্রিফিংয়ের পর দেশের প্রধান আইটি ইনস্টিটিউটে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ পান।

ঝালকাঠি: ঝালকাঠিতে প্রথমবারের মতো স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। মেলায় দেশের প্রথম সারির ২০টির অধিক তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় আগ্রহী চাকুরিপ্রার্থীগণ পছন্দমতো আবেদন, স্বাক্ষাৎকার এবং যাচাই-বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া মেলায় দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্ভাবন, এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার ও আলোচনা অংশ নিতে পেরেছেন তরুণ-তরুণীরা।

জেলা প্রশাসক ফারাহ্ গুল নিঝুম এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইডিসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রণব কুমার সাহা, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তর এস, এ, এম, রফিকুন্নবী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খান সাইফুল্লাহ পনির ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান খান আরিফুর রহমান।

ভোলা: ভোলার লালমোহনে স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লালমোহন ও তজুমদ্দিনের গ্রামীণ তরুণ প্রজন্মের মাঝে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ফ্রিল্যান্সিং এ ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে মেলাটির উদ্বোধন করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ এর নির্বাচনী ইশতেহার এর ডিজিটাল বাংলাদেশ সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এবার স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভোলা ৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়িয়ে ফ্রিল্যান্সিং এ ক্যারিয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভোলা-৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন মহোদয়ের সহধর্মিণী মিসেস ফারজানা চৌধুরী রত্না, ভোলা জেলার পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্টরা।

পীরগঞ্জ: 'আগামীর কর্মসংস্থান' স্লোগানে রংপুরের পীরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো দেশের প্রথম স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা। মেলায় আইসিটি বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া ৪৫০ জন ফ্রিল্যান্সার তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আইসিটিতে ক্যারিয়ার গড়ায় আগ্রহী কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী। মেলা থেকেই তাৎক্ষণিক নিয়োগ পেয়েছেন তিন জন। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার, পীরগঞ্জের সংসদ সদস্য শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের আজকের উন্নয়নের পেছনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র আইসিটি। আইসিটি ক্ষেত্রে নিরব বিপ্লব ঘটেছে। বর্তমানে এই খাত থেকে বাংলাদেশের আয় ১.৫ বিলিয়ন। এর পেছনের কারিগর সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি এই মাটির সন্তান হওয়ায় এটা পীরগঞ্জবাসীর জন্য গর্বের।

রংপুর জেলা প্রশাসক ড. চিত্র লেখা নাজনীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লার্নিং আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হুমায়ুন কবির।

আইসিটি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি পর্যালোচনা সভা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাস ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, দীক্ষা-দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা অনলাইনে, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ, ডিজিটাল সিলেট সিটি, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল, বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভিডিও কনফারেন্সিং প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ, কানেক্টেড বাংলাদেশ, সিসিএ কার্যালয়ের সিএ মনিটরিং, জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কালিয়াকৈর হাইটেক-পার্ক সহ অন্যান্য হাইটেক পার্ক উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন, লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি। আইটি ইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু নিরস্ত্র জাতিকে ধাপে ধাপে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন সংগ্রাম করে একটি নিরস্ত্র নিরীহ জাতিকে যেভাবে ধাপে ধাপে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সেই স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য জনগণকে প্রস্তুত ও মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে পরিচালিত হবে তার দিকনির্দেশনাও দিয়েছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস" উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভায় এক

ভিডিও বার্তায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামকে সফল করেছেন এবং প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে আইসিটি খাত থেকে রপ্তানি আয় ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করছি। আমাদের শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যর মধ্যে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল বক্তব্য রাখেন।

+৮৮-০২-৪১০২৪০৭১
+৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২
+৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com
jahedi6076@gmail.com
www. doict.gov.bd

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT

মেট্রোরেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তার ফসল

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি

রাষ্ট্র চিন্তায় যদি থাকে দেশ ও মানুষের কল্যাণ তার প্রতিফলন দেখা যায় সরকারের নীতি ও পরিকল্পনায়। এসব নীতি-পরিকল্পনার আলোকেই গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শনের মূলে রয়েছে মানুষ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ। তাই তাঁর উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে এ পর্যন্ত মেগা প্রকল্প থেকে শুরু করে যত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সবই দেশ ও মানুষের উন্নয়ন ঘিরে। অবকাঠামো উন্নয়নের কথাই ধরা যাক। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অংশ হিসেবে এ খাতে মেগা প্রকল্পসহ অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা বাস্তবায়নের পর একের পর এক উদ্বোধন করা হচ্ছে। এই উদ্বোধনের তালিকায় এবার যোগ হয়েছে মেট্রোরেল। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ চালিত মেট্রোরেল ব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর রাজধানীর গণপরিবহনে নতুন দিগন্তের যাত্রা শুরু করে। বলাবাহুল্য, রাজধানীবাসীর কাংক্ষিত এই মেট্রোরেল ঢাকা মহানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন অভিযাত্রায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মেট্রোরেলই আরও একটি বিস্ময় জাগানো মাইলফলক অর্জন। গত বছরের ২৫ জুন চালু হওয়া পদ্মা শুধুই একটি সেতু নয়। এটি এক সময়ের ৮৮ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার ইতিহাস এবং ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সাহস ও সততার উদাহরণ সৃষ্টির সেতু।

২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তথা মেট্রোরেল প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য এমআরটি-৬ নামক ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথকে নির্ধারন করা হয়। রাজধানীর যানজট নিরসন ও সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগেই শুরু হয় মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজ। তিনি দেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল ২০১৬ সালের ২৬ জুন এমআরটি-৬ প্রকল্পের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

জাপানের অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় ঢাকাবাসীর স্বপ্নের প্রকল্প মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার। রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ছুটে বেড়াবে ট্রেন। প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার রেলপথ চালু হয়েছে। বাংলাদেশে মেট্রোরেলের যাত্রা দেশবাসীর মধ্যে আশাবাদ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি করেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মেট্রো ট্র্যাকে চলেছে বিদ্যুৎচালিত ট্রেন। একসময় যে মেট্রোরেলের স্বপ্ন ছিল নগরবাসীর, সেই স্বপ্ন এখন বাস্তবতা। উদ্বোধনের পরেই বাণিজ্যিকভাবে চলছে মেট্রোরেল। রাজধানীতে যত সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে যানজট সবচেয়ে ভোগান্তিকর। ঢাকার অসহনীয় যানজটে কেবল মানুষের দুর্ভোগই বাড়ছে না, দেশও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এই যানজট হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগের পাশাপাশি কর্মঘণ্টারও ক্ষতি করে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি প্রভাব পড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে। যানজটের মতো কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দুরবস্থা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত জরুরি।

মেট্রোরেল লাইন-৬ চালুর মধ্য দিয়ে ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত ও পরিবেশবান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মেট্রোরেল ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন ও যানজট নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। ঢাকার বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও যানবাহনের চাপ সামলাতে মেট্রোরেলের মতো গণপরিবহনই হবে একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা।

এছাড়া বর্তমানে উত্তরা থেকে মতিঝিলে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু মেট্রোরেলে লাগবে মাত্র ৩৮ মিনিট। মেট্রোরেলে প্রতিদিন ৫ লাখ যাত্রী যাতায়াত করার সক্ষমতা রয়েছে। মেট্রোরেল চালুর মাধ্যমে ঢাকার যানজট যেমন কমবে, তেমনি জিডিপিও ১ শতাংশ বাড়বে। শুধু লাইন ৬ পুরোপুরি চালু হলেই ঢাকায় কার্বন নিরসন ২ লাখ টনের মতো কমবে। এ ধরনের পরিবহন মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন ও উৎপাদনশীল সময় বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজধানী হিসেবে ঢাকা মহানগরে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক। প্রতিনিয়ত জীবিকার অন্বেষণে, ভাগ্য বদলাতে শত শত লোক ঢাকায় পাড়ি জমায়। ফলে, সঠিক নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা ছিল সময়ের দাবি। বিগত কয়েক দশকে সমস্যাগুলো যেমন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে তেমনি সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থাপনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। মেট্রোরেল সে ধারাবাহিকতার এক বিশেষ সংযোজন। মেট্রোরেলের যাত্রা সেই স্বপ্ন পূরণের পথকে এগিয়ে দিয়েছে কয়েক ধাপ।

যানজটের মতো কৃত্রিম এই দুরবস্থা নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছিল তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এসব প্রকল্পে যেমন বদলে যাবে ঢাকা, তেমনি মানুষের দুর্ভোগও কমবে। ঢাকা শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি মেট্রোরেলের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মেট্রোরেলের পাশাপাশি

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও পাতাল রেলের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ যখন এসব কার্যক্রমের সুফল ভোগ করতে শুরু করবে ঠিক তখনই বদলে যাবে রাজধানী ঢাকা। এসব অবিশ্বাস্য রকমের বদলে যাওয়াকে সাধারণ মানুষ এখন আর গল্প মনে করে না বরং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে শেখ হাসিনার যাদুর ছোয়ায় বদলে যাচ্ছে বাংলদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিশংসভাবে হত্যার পর ১৯৭৫-১৯৯৫ যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছিল। মানুষের আস্থা এতটাই নিম্নমুখী করা হয়েছে যে, ভালো কাজের প্রতি বিশ্বাস জন্মানোটা ছিল বড় কঠিন।

বিজয়ের মাসেই নগরবাসীর স্বপ্নের মেট্রোরেল যাত্রা শুরু। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে মহানগরী হয়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও কর্ণফুলি টানেল এই তিনটি প্রকল্প দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের এক মাইলফলক। অচিরেই খুলে দেয়া হবে কর্ণফুলী টানেল। জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ভূমিকা থাকবে সর্বাধিক।

বিজয়ের মাসে একের পর একের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্বোধন মনে করিয়ে দেয় ৫১ বছর আগের কথা। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের একটি। ৮৮ শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র। বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরতাও ছিল ৮৮ ভাগ। বাংলাদেশ টিকে থাকবে কিনা এ নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন বাংলাদেশ হলো 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র দেশ। বঙ্গবন্ধু ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে শূন্যহাতে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়নের দ্বিতীয় বছরে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের জিডিপি ৯.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়, যা আজও পর্যন্ত রেকর্ড জিডিপি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক ও আধা গণতন্ত্রী শাসকরা স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমতার অংশীদার করে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে দেশ শাসন করে। তাদের আমলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কখনোই ৪/৫ শতাংশের ওপরে ওঠেনি। দেশে পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্নফুলি টানেলের নির্মাণ হবে এটা ছিল কল্পনার অতীত। কারণ স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় জিয়া, এরশাদ এবং বেগম খালেদা জিয়ার ২৯ বছর দেশ শাসিত হয়েছে উন্নয়ন বিরোধী ধারায়। তাদের না ছিল কোন ভিশন, না ছিল কোন পরিকল্পনা।

কিন্তু আমরা যদি ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনা সময়কালকে বিবেচনায় নেই তাহলে কি দেখতে পাই। বঙ্গবন্ধুর পরে অর্থনীতি ও উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রকে তিনি ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। দেশকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের সুপারিশ পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪১তম অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের কাছে উন্নয়নের বিস্ময়।

আধুনিক নগর পরিকল্পনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের দূরদর্শী চিন্তার ফসল মেট্রোরেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সততা, সাহসিকতা, সময়োপযোগী পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে আস্থা ফিরেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন অস্তমিত হয়নি, এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নই তার প্রমাণ।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থনৈতিক, গতিশীলতা ও বৃহত্তর উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমন্বিত, টেকসই ও গতিশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণেই উন্নত অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে দেশ। তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন। 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশে এখন মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সহজ, সুন্দর আর নিরাপদ। বিগত ১৪ বছরের পথ পরিক্রমায় মধ্যম আয়ের দেশ থেকে আমরা এখন উন্নত দেশের অভিযাত্রী।

২০৪১ সাল নাগাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের নতুন একটি রূপকল্প দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেট্রোরেলসহ সমন্বিত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সেরা রাষ্ট্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

লেখক: প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করে স্মার্ট সিটিজেন হওয়ার ধারণা দিতে হবে: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড আর শিক্ষকরাই হচ্ছেন শিক্ষার মেরুদন্ড। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে না পারলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা পিছিয়ে পড়বো। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন সুযোগ্য নাগরিকের পাশাপাশি স্মার্ট সিটিজেন হয়ে ওঠার ধারণা দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীন শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্পের আওতায় ল্যাব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে

যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ও স্কুল অব ফিউচার, জয় ডি-সেট সেন্টার, ৬৪ জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি। স্মার্ট বাংলাদেশের প্রথম স্তম্ভ স্মার্ট নাগরিক গড়ে তুলতে আইসিটি শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রতিটি স্কুলেই আরো তিনজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন ইতোমধ্যে ইন্টারনেটের শক্তি ও তারুণ্যের মেধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আইসিটি বিভাগের লার্নিং আর্নিং প্রকল্পের আওতায় করোনার সময়ে প্রায় ৪৩ হাজার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। লক্ষাধিক ফ্রিল্যান্সারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শি-পাওয়ার প্রকল্পে ১০ হাজার ৫০০ নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন আগামীতে বাংলাদেশের সবগুলো স্কুলকেই পেপারলেস করতে ৩২ ধরণের বিশেষ সফটওয়্যার দেয়া হবে। আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ ১০ লাখ প্রোগ্রামার এবং ১০ লাখ ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হবে বলেও তিনি জানান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প পরিচালক এস, এ, এম, রফিকুন্নবী। এছাড়া আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জেলা প্রশাসক, ইউএনও ও বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকেরাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রতিমন্ত্রী দেশের ৯০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ৩৬০০০ শিক্ষকদের ১৫ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT
আইসিটি
নিউজলেটার

ডিজিটাল বাংলাদেশ পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

মোঃ সামসুল আরেফিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিজয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুতি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এই বাস্তবতার সামনে সরকারের নতুন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার। ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই জ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী। অর্থাৎ সব কাজই হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'।

ডিজিটাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি প্রেরণাদায়ী অঙ্গীকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেন। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ বিপ্লব সাধন করেছে। যে গতিতে বিশ্বে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে, তা সত্যিই অভাবনীয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় এবং আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ডিজিটাল অগ্রগতি থেকে একটুও পিছিয়ে নেই। অদম্য গতিতে আমরা চলছি তথ্যপ্রযুক্তির এক মহাসড়ক ধরে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ আজ বিপ্লব সাধন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরে এখন চারটি স্তম্ভের ওপর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে

মামনীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ধারণ করে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার স্তম্ভ হবে চারটি। যথাঃ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশে প্রযুক্তির মাধ্যমে সবকিছু সম্পন্ন হবে। সেখানে নাগরিকরা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং এর মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালনা করবে। ভবিষৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। স্মার্ট সিটি এমন নগরায়ন হবে যেখানে ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব নিশ্চিত করে কোনো একটি শহরের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি নাগরিকদের জন্য উন্নততর জনবান্ধব সেবা প্রদানে আধুনিক প্রযুক্তিগুলোকে কাজে লাগনো হবে। স্মার্ট সিটিতে অনেকগুলো উপাদান থাকলে ও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত স্মার্ট সিটি কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন, জননিরাপত্তা, ইউটিলিটি এবং নগর প্রশাসনসহ মোট ৫টি উপাদান এবং পরিষেবাকে মোটাদাগে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্মার্ট ভিলেজ হবে এমন এক গ্রামীন জনগোষ্ঠী যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উন্মুক্ত উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকরা বিশ্ব বাজারে সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাবে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিভিন্ন সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে উন্নত করা, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বিকাশে স্মার্ট ভিলেজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়াই সরকারের লক্ষ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে কাজ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা তার পরবর্তী সময়কে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে ডিজিটাল সংযুক্তির জন্য যতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন, সরকার তার অধিকাংশই সুসম্পন্ন করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বাহিনী সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ'র শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর হবে। এজন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হবে। মনে রাখতে হবে, স্মার্ট বাংলাদেশ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের নয়, দেশের ১৬ কোটি মানুষের ধ্যানজ্ঞান ও চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে।

লেখক : সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

স্মার্ট বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য স্বপ্ন

মোঃ মোস্তফা কামাল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা এখন দৃশ্যমান। ২০৪১ সালকে সামনে রেখে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। এই স্মার্ট বাংলাদেশ সহজ করবে মানুষের জীবন যাত্রা, হাতের মুঠোয় থাকবে সবকিছু। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চারভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। এই শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ন করা সম্ভব। 'স্মার্ট বাংলাদেশে'র মূল সারমর্ম হবে-দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং ইকোনমিক সমস্ত কার্যক্রম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পন্ন করতে পারবে। দেড় যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। বিগত করোনা মহামারির বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি সুনিদিষ্ট ক্যানভাস তৈরি করতে হবে এবং প্রত্যেকের কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় রাখতে যে যার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিবান্ধব, প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং প্রযুক্তি উদ ভাবনে দক্ষ মানুষ তৈরি করতে হবে। ডিজিটাল কানেক্টিভিটি হবে পরবর্তী উন্নয়নের মহাসড়ক। এই মহাসড়ক ছাড়া স্মার্ট সিটি বা স্মার্ট টেকনোলজি কোনোটাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক এগিয়ে রয়েছে। ২০২১ সালেই আমরা পরীক্ষামূলকভাবে দেশে ফাইভজি (5G) সেবা চালু করেছি এবং এরইমধ্যে ফাইভজি (5G) কানেক্টিভিটি সেবা নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট ভিলেজ বিনির্মাণে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে আমাদেরকে ফাইভজি কানেক্টিভিটির সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। স্মার্ট সিটি ও স্মাট ভিলেজ বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স, মাইক্রোচিপ ডিজাইনিং অ্যান্ড ম্যানুফেকচারিং ও সাইবার সিকিউরিটি এই চারটি প্রযুক্তিতে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন বা Eshtablishing Digital Connectivity (ইডিসি) প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জেলা-উপজেলা থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে আইসিটি অবকাঠামো এবং বাড়ানো হবে আইসিটির ব্যবহার। সারাদেশে জেলা ও উপজেলা কমপ্লেক্স ৫৫৫টি 'জয় সেট' সেন্টার স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজারটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ তরুণ প্রজন্মকে আনা হবে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবার আওতায়। প্রাথমিকভাবে ১০টি গ্রামে স্মার্ট ভিলেজ সেন্টার স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে গ্রামগুলোকে স্মার্ট ভিলেজে রুপান্তর করা হবে। প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বৃদ্ধি, তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও আইসিটির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রামের অর্থনীতির পরিধি বাড়বে, তৈরী হবে কর্মসংস্থান। টেকসই আইসিটি সেবা নিশ্চিত করতে রাজধানীর পূর্বাচলে নির্মাণ করা হবে ডিওআইসিটি ২১ টাওয়ার।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। স্মার্ট সিটিজেন বিনির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশের ৯০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং প্রতিটি সংসদীয় আসন হতে ১টি করে মোট ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার স্থাপন করা হয়েছে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটিতে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম এবং শহরের মধ্যকার ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

ভবিষ্যতে যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকবে, তারাই ভালো কাজ পাবে। যাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকবে না, তারা কাজ হারাবে। তবে সবাই কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে তা মোটেই নয়। অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণ বাড়তে পারে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ও এর ব্যপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের এই প্রক্রিয়ার অন্যতম বড় অর্জন নারীর অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ এবং কাজের নতুন ও বহুমাত্রিক পথ খুলে যাওয়া। বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এ দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। তথ্য প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ ও আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেয়ে অনেক নারী বদলে ফেলেছেন তার জীবনের চালচিত্র, ভেঙ্গে ফেলেছেন জেন্ডার গতানুগতিক ধারণাগত বিনির্মাণ। বর্তমান সরকার নারীদের প্রযুক্তির অভিগম্যতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার করে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে জিওবি অর্থায়নে হার পাওয়ার প্রকল্প প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন নামে একটি সময়োপযোগী প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী নারী ফ্রিল্যান্সিংকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রায় ২৫১২৫ জন প্রান্তিক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলশ্রুতিতে, দেশের সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি হবে একটি অনবদ্য মাইলফলক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়েই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এখন প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ উদ্যোগকে সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উচিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা, যার ফলে শত সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বপ্নের এ সোনার বাংলা এগিয়ে যাবে বহুদূর।

লেখক: মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT

স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ প্রতিষ্ঠায় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার

এস, এ, এম, রফিকুন্নবী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আধুনিক, বিজ্ঞান নির্ভর "সোনার বাংলা" গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের নিমিত্ত ভিশন-২০২১ ঘোষনা করেন। উক্ত লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেছেন। একই সাথে সরকার SDG (Sustainable development Goal)-২০৩০ ও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ এর ৪টি স্তম্ভঃ Smart Citizen, Smart Government, Smart Society ও Smart Economy। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়ের দূরদর্শী নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠণে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নামকরণঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ও অবদান এবং স্মৃতি বিজড়িত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ ইতিহাস সম্পর্কে সারাদেশের লাখো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, তরুন-তরুনী, অভিভাবক এবং জনসাধারণের নিকট উপস্থাপন, উজ্জীবিতকরণ, অবহিতকরণ এবং আগ্রহীকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে স্থাপিত ল্যাবসমূহের নামকরণ "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" ও "শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার" করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, প্রান্তিক ও তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মদক্ষতা ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক "সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সৌদি আরবে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সারাদেশে ৪,০০১টি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা/সমমানের মোট ৪,০১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম এবং ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়। ১ম পর্যায়ের ৪,০০১টি ল্যাবে ১৫টি ল্যাপটপ, ১টি এলইডি টিভি, চেয়ার, টেবিল, ইন্টারনেট সংযোগসহ ওয়াই-ফাই রাউটার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। ১ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ল্যাবে স্থাপিত ভাষাগুরু সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইংরেজী, আরবী, জাপানিজ, কোরিয়ান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, জার্মান, স্প্যানিশ মোট ৯টি ভাষা শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর আওতায় সারাদেশে ৫,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান) শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়। ২য় পর্যায়ের ৫,০০০টি ল্যাবে ১৭টি ল্যাপটপ, ১টি এলইডি টিভি, চেয়ার, টেবিল, ইন্টারনেট সংযোগসহ ওয়াইফাই রাউটার সরবরাহ করা হয়। ল্যাব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত আইসিটি বিভাগের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ল্যাবসমূহে বিদ্যালয়ের আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক ক্লাস, প্রশিক্ষণ, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ল্যাবপ্রাপ্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ৪ জন হিসেবে সারাদেশের মোট ৩৬,০২০ জন শিক্ষককে "ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance" বিষয়ে ১০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

Mr. Yasuyuki Sawada, Professor, Faculty of Economics, University of Tokyo and Ex Chief Economist, ADB ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করছেন।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে জাপানের Kumon লার্ণিং মেথড চালুঃ Kumon লার্ণিং মেথড জাপানের একটি জনপ্রিয় ও কার্যকরী লার্ণিং মেথড যা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বয়স বা স্কুল নির্বিশেষে নিজ নিজ দক্ষতার ভিত্তিতে অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে। কুমন প্রোগ্রামটি স্ব-শিক্ষার উপর গুরত্ব প্রদান এবং নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে ও আবিষ্কার করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে। কুমন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফোকাস ও একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস, টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং স্বাধীনভাবে শেখার দক্ষতার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীরা ট্যাবলেট ও স্টাইলাস পেন ব্যবহার করে Kumon app ব্যবহার করে গণিত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

গত ১৩ আগষ্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে স্থাপিত ২০০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের উপর আয়োজিত কবিতা, রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেও সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বর্তমানে কুমন এর কার্যক্রম ৬১টি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। ২৪,০০০ এর অধিক সেন্টারে ৩৬ লক্ষেরও বেশী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বাংলাদেশে প্রথম ব্রাক কুমন সেন্টার স্থাপিত হয় ২০১৭ সালে। ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্রাকের ৯টি সেন্টারে ১০০০ জনের বেশী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আইসিটি বিভাগ মহোদয়ের ব্যক্তিগত আগ্রহে ও উদ্যোগে ২০২৩ সালে সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোরে কুমন লার্ণিং মেথড চালু হয়। ২০২৩ সালের মধ্যে আরো ৫টি বিদ্যালয়ে কুমন চালুর করা হবে ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্কুলে এ কার্যক্রম বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারঃ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটিতে দক্ষতা বৃদ্ধি, ভাষা শিক্ষা সফটওয়্যারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, Netiquette ও Cyber Security বিষয়ে মানসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রের অনন্য উদাহরণগুলোকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় সারাদেশের ৩০০টি স্কুলকে স্মার্ট স্কুল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০০টি সংসদীয় আসন এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৩০০টি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" স্থাপন করা হয়। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবর্তিত শিক্ষা বিজ্ঞান (Pedagogical change in education), ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন (Architectural design of school), Critical thinking & problem solving বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত রূপদান করাই হচ্ছে "স্কুল অব ফিউচার" এর মৌলিক ভিত্তি। প্রতিটি স্কুল অব ফিউচারে ৬টি ইন্টারএ্যাকটিভ স্মার্ট বোর্ড, ৫টি ডিজিটাল এটেনডেন্স মেশিন, ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগসহ ওয়াইফাই রাউটার, প্রায় ১,০০০ আইডি কার্ড, ৩২টি মডিউল সমৃদ্ধ লার্ণিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সরবরাহ করা হয়। শিক্ষা, স্থাপত্য এবং প্রযুক্তি এ তিন ধারণার উপর ভিত্তি করে শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের উপাদান সমূহকে নির্বাচন করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি-বিশেষ করে Nano Technology, Cloud Computing, IOT, Robotics, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতিশীল ড্রোন, Blockchain এর মতো নিত্য নতুন প্রযুক্তি আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছু পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করছে। শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারে ইলেক্ট্রনিক্স, মাইক্রোচিপ ও রোবটিক্স এর অনন্য সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দিত, আগ্রহী, অজানাকে জানার এবং ব্যবহারের সুযোগের মাধ্যমে উজ্জবিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে লেগো সেট, আরডুইনো স্টার্টার কিট, ব্রিক পাই সেট, মেক ব্লক আল্টিমেটসহ অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে কলমে ধারণা পাবে।

শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার-এর বৈশিষ্ট

আধুনিক ও নান্দনিক ক্লাসরুমঃ গতানুগতিক ক্লাসরুম ধারা পরিহার করে আধুনিক ও নান্দনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র সরবরাহ ও ক্লাসরুমকে রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুল অফ ফিউচারে ইন্টারএ্যাকটিভ স্মার্ট বোর্ড, হোয়াইটবোর্ড, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ডিজিটাল এটেনডেন্স মেশিন, ডিজিটাল আইডি কার্ড, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়াইফাই, ইন্টারনেটসহ সকল হার্ডওয়্যার প্রদান করা হয়েছে।

লার্ণিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমঃ আন্তর্জাতিক মানের লার্ণিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিদ্যালয়গুলোর পাঠদান সহজীকরণের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনে সহায়তা করবে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আহ্মেদ পলক, এম.পি কর্তৃক গোয়ালমাঠ রসিকলাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোলারকোলা, কচুয়া, বাগেরহাট এ স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব কার্যক্রম পরিদর্শন।

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর ও জনাব এস. এ. এম. রফিকুন্নবী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার হালুয়াঘাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করছেন।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি
নিউজলেটার
পৃষ্ঠা - পাঁচ

চট্টগ্রাম শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করছেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ লালমাই উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন করছেন।

জনাব কাজিম উদ্দিন আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-১১ ভালুকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করছেন।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে জাপানের বিখ্যাত কুমন লার্ণিং মেথড উদবোধন সিংড়া দমদম পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর।

সরকার, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য ৩২টি মডিউলে সমৃদ্ধ এলএমএসের মাধ্যমে একাডেমিক, নন-একাডেমিক ও এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম ও উন্নয়ন একনজরে দেখা ও মূল্যায়ন করা যাবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হবে।

ডিজিটাল কনটেন্ট: শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে পাঠ্যক্রম ও এর বাইরের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি ইন্টারএ্যাকটিভ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ে ১৪০টি ইন্টার‍্যাকটিভ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি স্কুল অব ফিউচারের ৯০ জন হিসেবে ২৭,০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে পাইথন প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ শীঘ্রই শুরু হবে। ৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণির গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ৪,০০০ ২ডি/৩ডি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী, বিজ্ঞান বিষয়ের বিদ্যমান কারিকুলাম অনুযায়ী ৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় AR/VR হেডসেট উপযোগী ২০০টি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, ব্রিটিশ ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে ৮০টি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি এবং এসব কনটেন্ট সংরক্ষণের জন্য ১টি ডিজিটাল কনটেন্ট রিপোজিটরি সিস্টেম প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

রোবোটিক্স কর্ণার স্থাপন: স্কুল অফ ফিউচারের ক্লাসরুমগুলোতে শীঘ্রই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবোটিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট (ব্রিক পাই), রোবোটিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট (ব্লক আল্টিমেট), 3D প্রিন্টার ও ফিলামেন্ট, প্রোগ্রামেবল প্লেয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট উইন্ডোজ মিক্সড রিয়েলিটি AR/VR Headset Controller, ক্যামেরা (বুলেট ফেসড + স্টুডেন্ট ফেসড), ইউপিএস, ব্লক লেগো এডুকেশন স্পাইক সেট, লেগো মাইন্ড স্টোম কোর সেট, আরডুইনো স্টার্টার কিট সেট সরবরাহ ও স্থাপন করা হবে।

স্কুল পর্যায়ে প্রোগ্রামিং শেখার সুযোগ সৃষ্টি: শিক্ষায় সৃষ্টিশীলতা, দক্ষতা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কর্মজীবনে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দিয়ে শীঘ্রই প্রতি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩০ জন হিসেবে ২৭,০০০ ছাত্র/ছাত্রীকে পাইথন প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির ব্যবহার: ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় শীঘ্রই প্রতিটি স্কুল অফ ফিউচারে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিসহ ইন্টারএ্যাকটিভ স্মার্ট বোর্ড, আরডুইনো স্টার্টার কিট, রোবোটিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট (ব্রিক পাই), রোবোটিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট (ব্লক আল্টিমেট), 3D প্রিন্টার ও ফিলামেন্ট, প্রোগ্রামেবল প্লেয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট উইন্ডোজ মিক্সড রিয়েলিটি AR/VR Headset Controller, ক্যামেরা (বুলেট ফেসড+ স্টুডেন্ট ফেসড), ইউপিএস, ব্লক লেগো এডুকেশন স্পাইক সেট, লেগো মাইন্ড স্টোম কোর সেট, আরডুইনো স্টার্টার কিট সেট সরবরাহ করা হবে।

প্রশিক্ষণ: ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে প্রতি স্কুলের ৬ জন হিসেবে ১,৮০০ জন শিক্ষককে ২১ দিন মেয়াদে TOT প্রশিক্ষণ, ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে আইসিটি অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২০০ জন কর্মকর্তাকে ৫ দিনব্যাপী TOT প্রশিক্ষণ, Learning Management System, Digital Content ও Attendance বিষয়ে প্রতি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ জন হিসেবে ১৫,০০০ জন শিক্ষককে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া স্কুল অফ ফিউচারের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য আইসিটি অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হবে। সাপোর্ট সেন্টারে ডেস্কটপ কম্পিউটার (ওয়ার্কস্টেশন), ইন্টারএ্যাকটিভ ফ্লাট প্যানেল (ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড), স্মার্ট এলইডি টিভি, এয়ার কন্ডিশন, ব্রিক পাই সেট, ব্লক আল্টিমেট ২.০ সেট, ৩ডি প্রিন্টার ও ফিলামেন্ট, উইন্ডোজ মিক্স রিয়েলিটি AR/VR Headset Controller, ওয়াইফাই রাউটার, ইউপিএস, আইপি বেজড ও ভয়েস সাপোর্টেড সিসি ক্যামেরা থাকবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত রূপান্তর এর সুযোগ কাজে লাগানো ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্ত আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে EDC (Establishing Digital Connectivity) প্রকল্পের আওতায় আরো ১০,০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে আরো ৩৫,০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ১২০০টি স্কুল অফ ফিউচার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা রয়েছে। সারাদেশে ৫০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ৩০০টি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মকে আইসিটি শিক্ষায় দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবগুলোকে আইসিটি শিক্ষার Hub হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ল্যাবে দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে Freelancing/Outsourcing বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে ও তারা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতি জেলা থেকে ১০০০ জন হিসেবে ৬৪,০০০ ফ্রিল্যান্সার তৈরী করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আইসিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর Ecosystem প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার অত্যন্ত কার্যকরী এবং যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে।

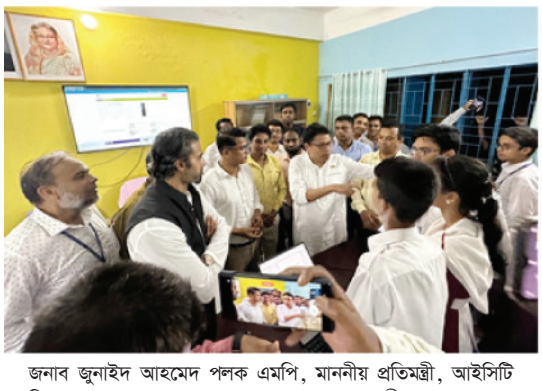

জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, আইসিটি বিভাগ এবং জনাব শেখ সারহান নাসের তন্ময়, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-২ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার চিরুলিয়া স্কুল এন্ড কলেজ শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার পরিদর্শন করছেন।

জনাব এস, এ, এম, রফিকুন্নবী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার শেখ হাসিনা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করছেন।

শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারে পাঠদান কার্যক্রম

লেখক: অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও
প্রকল্প পরিচালক
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বিপিও সামিটের যাত্রা শুরু

খুলনা বিভাগের বিপিও সামিট: দেশের বিপিও, আউটসোর্সিং শিল্পের একক ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে বিপিও সামিটি ২০২৩। এই সামিটের অংশ হিসেবে আজ খুলনা বিভাগের যশোরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল'-এর সার্বিক সহযোগিতায় মে-জুলাই মাসব্যাপী দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিপিও শিল্পের সর্ববৃহৎ, শীর্ষ সম্মেলন বিপিও সামিট বাংলাদেশ।

যশোরে বসছে 'চাকরি মেলা: যশোরে অনুষ্ঠিত চাকরি মেলা। খুলনা বিভাগীয় বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) সামিট যশোরে আয়োজনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কনট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং বাক্কো'র উদ্যোগে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল এ আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতা করছে।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার পার্কের অডিটোরিয়ামে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন যশোর ০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অবঃ) নাসিরউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) খালেদা খাতুন রেখা। মেলায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেশনে

বিপিও শিল্পের সম্ভাবনাময় দিকগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে এ খাতে আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগানো হয়।

বিপিও সামিট ২০২৩ (খুলনা বিভাগ): অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোছা. খালেদা খাতুন রেখা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাক্কো পরিচালক কাওসার আহমেদ, 'বাক্কো লোকাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট উপকমিটি'র চেয়ারম্যান মৃধা মোঃ মাহফুজ-উল-হক চয়ন; যশোর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। এ সেশনে বিভাগীয় পর্যায়ের বিপিও শিল্পের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নানান দিক, নীতিসংক্রান্ত সম্ভাব্য পরিমার্জনের প্রস্তাবনা ও আবশ্যিকতা নিয়ে বিশদ আলোচনায় অংশ নেন স্থানীয় অংশীজনেরা। পলিসি ডায়লগ সেশনের এক পর্যায়ে প্রধান অতিথি মোছা. খালেদা খাতুন রেখা বলেন, "তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে যশোর জেলার তরুণ তরুণীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্বজনিত সমস্যা লাঘবে সবরকমের সহায়তা করতে প্রস্তুত যশোর জেলা প্রশাসন। যশোরে তথ্যপ্রযুক্তিসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও উক্ত শিল্পখাতে বিকশিত হতে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি।"

সিলেট: দেশের বিপিও/আউটসোর্সিং শিল্পের জন্য নিবেদিত একক ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সংস্থা 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কনট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)'-এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অন্তর্গত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল' এর সার্বিক সহযোগিতায় মে-জুলাই মাসব্যাপী দেশজুড়ে পালিত হয়েছে বাংলাদেশের বিপিও শিল্পের সর্ববৃহৎ শীর্ষ সম্মেলন 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০২৩'। সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে 'ক্যারিয়ার ক্যাম্পেইন' এর মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে 'বিভাগীয় বিপিও সামিট ২০২৩ (সিলেট)'। পরবর্তী ধাপে আয়োজিত হয় পলিসি ডিসকাশন সেশন এবং মূল অনুষ্ঠান। সকাল ১০টায় সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'ফস্টারিং বিপিও ইন্ডাস্ট্রি টু অ্যাচিভ স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক পলিসি ডায়লগ সেশন। এ আয়োজনের মাধ্যমে আইসিটিশিল্প বিকাশে আইসিটিপণ্য ও সেবা প্রদর্শনী, বিপিওখাতের অর্জন/ সাফল্য ও সম্ভাবনা উপস্থাপন, তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের অর্জিত সাফল্য বিশ্ববাসীসহ বাংলাদেশের জনগণের নিকট তুলে ধরা হবে।

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প

প্রনব কুমার সাহা

বাংলাদেশ সরকারের 'ভিশন ২০২১' ছিল ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সুষম বৃদ্ধির সাথে উত্তরোত্তর উন্নয়ন, যা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে, যার মূল লক্ষ্যই হল স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন বা অ্যাস্টাবলেশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি (ইডিসি) প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে আইসিটি অবকাঠামো এবং বাড়ানো হবে আইসিটির ব্যবহার। প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ নাগরিকদের আনা হবে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবার আওতায়। প্রাথমিকভাবে ১০টি গ্রামে ভিলেজ সেন্টার স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে গ্রামগুলোকে স্মার্ট ভিলেজে রূপান্তর করা হবে। এতে শহরের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও উন্নত দেশের সকল সুযোগ সুবিধা পাবে। প্রযুক্তি অবকাঠামো বৃদ্ধি, তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও আইসিটির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রামের অর্থনীতির পরিধি বাড়বে, তৈরী হবে কর্মসংস্থান। বিশ্বের সাথে সংযুক্ত থেকে আরও কর্মমুখর হবে গোটা জাতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায়- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা। স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট জাতি গঠনই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজের জন্যে ডিজিটাল সংযোগ মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।"

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ২০২১ সালের নভেম্বর এ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটির সভায় ইডিসি প্রকল্পের অনুমোদন দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ৫ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প ২০২৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি তহবিল থেকে খরচ হবে প্রায় ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা। প্রকল্প সহায়তা হিসেবে চীন সরকার থেকে পাওয়া যাবে ৩ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের ভাষায় 'ইডিসি প্রকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ অনেকটাই এগিয়ে দেবে।' সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্কোপের সন্নিবেশ ঘটিয়ে প্রকল্পটির অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটির স্কোপসমূহ হলো:

দেশের শেষ মাইল পর্যন্ত কানেক্টিভিটির সুবিধা

কানেক্টিভিটি হচ্ছে আইসিটিভিত্তিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তম্ভ। সরকার ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার সংযোগ ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন, বিভিন্ন সেক্টরে আইসিটিভিত্তিক পরিষেবা প্রদানের জন্য শেষ ব্যবহারকারী পর্যন্ত সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্তরের সকল সরকারি অফিসে শেষ ব্যবহারকারীদের জন্য ১,০৯,২৪৪ টি সংযোগ প্রদান করা হবে। এর মধ্য দিয়ে শেষ মাইল পর্যন্ত সংযোগ প্রসারিত হবে এবং প্রয়োজনীয় আইসিটি সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। অর্থাৎ, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রান্তিক পর্যায়ের সরকারি অফিসে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে। এর ফলে-মাঠ পর্যায়ে সরকারি ব্যবস্থাপনার কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে আইসিটির দ্রুত, দক্ষ এবং নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। ইন্টারনেট সংযোগ, অ্যাক্সেস ডিভাইস এবং ই-লার্নিং এর মাধ্যমে শিক্ষা, ই-গভর্নেন্স এবং ডিজিটাল বিভাজন দূর করা যাবে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

সারাদেশে ১০,০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মাদ্রাসা এবং কলেজে স্থাপন করা হবে। প্রতিটি ল্যাবে ২১টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ওয়াইফাই রাউটার, বড় মনিটর, স্টিল ক্যাবিনেট এবং আসবাবপত্রসহ মৌলিক আইসিটি সরঞ্জাম থাকবে। ল্যাবগুলোতে এন্ড ইউজার কানেক্টিভিটি থেকে ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে। ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার থেকে ডিসটেন্স লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরফলে শিক্ষায় আইসিটির টেকসই ব্যবহার চালু করা সম্ভব হবে এবং ওপেন সোর্স ব্যবহারকারী প্রজন্ম তৈরি করতে শিক্ষার জন্য ওপেন-সোর্স সিস্টেম চালু করা যাবে।

বিশেষায়িত ল্যাব

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি শিক্ষাদান এবং গবেষণার মান উন্নত করার জন্য, কলেজ ছাত্রদের দিগন্ত উন্মুক্ত করতে এবং আরও স্থানীয় আইসিটি প্রতিভা গড়ে তোলার জন্য ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। ল্যাবগুলি একটি কেন্দ্রীভূত মূল প্ল্যাটফর্মের আওতায় ডিজাইন করা হয়েছে যা কম্পিউটিং, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক সংযোগ এবং নেটওয়ার্ক সুরক্ষাসহ একটি ইউনিফাইড শেয়ার্ড হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম। মূল প্ল্যাটফর্মে থাকবে অ্যাপ্লিকেশন এবং এক্সপেরিমেন্ট ক্লাউড, এইচপিসি, সাইবার সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশন এবং ডেটা সায়েন্স ক্লাউড। এ ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সুবিধা অন্যান্য বিদ্যমান ল্যাব এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে আর কোনো খরচ ছাড়াই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করা কলেজের শিক্ষার্থীরাও এই শেয়ার্ড প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে পারবে।

এ প্রকল্পের আওতায় ৪৯১টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন এবং ৬৪টি জেলা কমপ্লেক্স ভবনে 'জয় ডি-সেট সেন্টার' স্থাপন করা হবে এবং ১টি কেন্দ্রীয় জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সেন্টারে কো-লোকেশনসহ স্টার্ট-আপ, প্লাগ অ্যান্ড প্লে, আউটসোর্সিং স্পেস থাকবে। মূলত, এ সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, রাজধানী থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি অফিসে স্ট্যান্ডার্ড এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি আইসিটি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষমতা জোরদার করা সম্ভব হবে।

ডিওআইসিটি ২১ টাওয়ার

সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর হিসাবে, সরকারের জন্য আরও বেশি সংখ্যক আইটি প্রশিক্ষিত কর্মীদের প্রয়োজন হবে। এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রয়োজন। ডিওআইসিটি ২১ টাওয়ার উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তা এবং নাগরিকদের জন্য আইসিটি বিষয়ে ডিসটেন্স ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করবে। এটি অফিস এলাকা, সম্মেলন কক্ষ, প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষ, দূর-প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করবে। ইন্টারনেট নিরাপত্তা এবং মিডিয়া লিটারেসির বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং কনটেন্ট, বিষয়বস্তু, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মূলত ডিওআইসিটি টাওয়ার হবে জাতীয় আইসিটি হাব। এই টাওয়ারের সাথে সারাদেশের আইসিটি সেন্টারগুলো সংযুক্ত থাকবে।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন এবং ভাইটাল স্টেটিস্টিকস

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্টেটিস্টিকস (সিআরভিএস) মূলত একটি মৌলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আইসিটি অধিদপ্তর সিআরভিএস এর মাধ্যমে প্রতিদিনের পরিষেবা কার্যকর করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সিআরভিএস-এর আইসিটি স্টেকহোল্ডার হিসাবে, আইসিটি অধিদপ্তর ফিল্ড এনরোলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সার্ভিস ডেলিভারি ডিভাইস এবং সিআরভিএস-এর কেন্দ্রীয় সিস্টেম (আইএসডিপি এবং সম্পর্কিত সফ্টওয়্যার) পরিচালনা করবে। সিআরভিএস সিস্টেমে নাগরিকগণের বায়োমেট্রিক তালিকাভুক্তির প্রমিতকরণের জন্য একটি পরিকাঠামো স্থাপন করা হবে। একক ডিজিটাল আইডির মাধ্যমে জন্ম, দত্তক, বিবাহ, তালাক, মৃত্যু ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরী করা হবে। মাঠ পর্যায়ে ৫,৫০০টি এনরোলমেন্ট ডিভাইসসহ ১১,৮১৪টি সার্ভিস ডেলিভারি ডিভাইস প্রদান করা হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মাঠ কর্মকর্তা যেমন কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা, ভূমি অফিস, সমাজকল্যাণ, নাগরিকদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য আইসিটি ডিভাইসে সজ্জিত করার ব্যবস্থাকরণ।

স্মার্ট ভিলেজ

বাংলাদেশে স্মার্ট-ভিলেজ প্রধানত কমান্ড সেন্টার নির্মাণ, ইন্টরনেট অব থিংস (আইওটি) ল্যাবরেটরি নির্মাণ, গ্রামে কৃষির জন্য আইওটি সিস্টেম নির্মাণ, গ্রামে পশুপালনের জন্য আইওটি নির্মাণ, গ্রাম সাইটে পরিষেবা এবং ক্লাউড ডেটা সেন্টারের নির্মাণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে ১০টি গ্রামকে স্মার্ট ভিলেজে রূপান্তর করা হবে। এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য সমন্বিত সেন্সর তৈরি করা হবে নিয়মিত বিরতিতে এবং প্রয়োজন অনুসারে এসব তথ্য ব্যবহার করে কৃষির উন্নয়ন করা হবে। সেন্সর ভিত্তিক ডিভাইসের মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে মাটির পুষ্টির পরিমাপ, বায়ুর তাপমাত্রা এবং চাপ; বায়ু আর্দ্রতা, একাগ্রতা; মাটির আর্দ্রতা, মাটির তাপমাত্রা (পৃষ্ঠ এবং গভীরতা); পিএইচ পাতার আর্দ্রতা: সৌর বিকিরণ; গরুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণ সংক্রানত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

কৃষি আইওটি সিস্টেম (টার্মিনাল, মাটি এবং বায়ু সমন্বিত সেন্সর), একটি পশুপালন আইওটি সিস্টেম (ডেইরি কাউ কলার, গেটওয়ে), ভিলেজ স্টেশন পরিষেবা (মাটি ব্যাপক ডিটেক্টর, পাম্পরাইজার, তথ্য অনুসন্ধান মেশিন, অফিস তথ্য নির্মাণ) প্রদান করা হবে। এই হাব কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং কৃষক ও পশুপালকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়ক সেবা প্রদান করেছে।

লেখক প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
ইডিসি প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

EDC প্রকল্পের অঙ্গসমূহ

জয় SET সেন্টার হবে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের ঠিকানা

তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে স্থাপন করা হচ্ছে 'জয় SET (service, employment and training) সেন্টার'। এ সেন্টারের মাধ্যমে উপজেলাতে বসেই তরুণরা বিশ্বমানের প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা কমপ্লেক্সে দেশের প্রথম জয় SET সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ বছরের জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাচটি উপজেলা কমপ্লেক্সে এ সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে তিনটি ধাপে দেশে ৫৫৫টি 'জয় SET সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সেন্টারগুলো উপজেলা সদরের আইসিটি হাব হিসেবে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ চত্বরে 'জয় SET সেন্টার' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, 'জয় SET সেন্টার' হবে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের ঠিকানা। এ সেন্টারের মাধ্যমে তিন মাস ও ছয় মাসের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএসসি, এইচএসসি পাস করে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই আউটসোর্সিং এর কাজ করে লাখ লাখ টাকা আয় করতে পারবে। ফ্রি ল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারবে। তাদের আর বিদেশ যেতে হবে না।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'গত ১৩ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধায়নে আমরা সফল ভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছি। এখন এ ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, উদ্ভাবনী, জ্ঞানভিত্তিক, উচ্চ অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।'

চারঘাট ফুলবাড়ী ছাড়াও ঝালকাঠি, ভোলা ও চাপাইনবাবগঞ্জ সদরে ইতিমধ্যে 'জয় SET সেন্টার' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।

ইডিসি প্রকল্প পরিচালক প্রনব কুমার সাহা বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ৪৯১টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন এবং ৬৪টি জেলা কমপ্লেক্স ভবনে 'জয় SET সেন্টার' স্থাপন করা হবে এবং ১টি কেন্দ্রীয় জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সেন্টারে কো-লোকেশনসহ স্টার্ট-আপ, প্লাগ অ্যান্ড প্লে, আউটসোর্সিং স্পেস এবং এনওসি থাকবে। এ সেন্টার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া 'জয় SET সেন্টার' এর মাধ্যমে রাজধানীর সংগে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসে স্ট্যান্ডার্ড এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি আইসিটি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষমতা জোরদার করা সম্ভব হবে। নতুন প্রযুক্তি যেমন ই-লার্নিং, ডিসটেন্স লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্স ব্যবহার করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ সুবিধা দেয়া যাবে।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি
নিউজলেটার

পৃষ্ঠা – সাত

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বহিঃবিশ্বের সাথে ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা করেন এবং তারই পথপরিক্রমায় ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করেন যার মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন তথ্য-প্রযুক্তির সুপার হাইওয়েতে বিচরণ করছে। আর এই অনলাইন জগত ও অনলাইন প্লাটফর্মসমূহকে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে সিসিএ কার্যালয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর কি?: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১৩) অনুযায়ী "ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ ইলেক্ট্রনিক আকারে কোন উপাত্ত, যাহা- ক) অন্য কোন ইলেকট্রনিক উপাত্তের সঙ্গে সরাসরি বা যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত; খ) কোন ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণীকরণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণক্রমে সম্পন্ন হয়- (অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অন্যরুপে সংযুক্ত হয়; (আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সনাক্তকরণে সক্ষম হয়; (ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এমন নিরাপদ পন্থায় যাহার সৃষ্টি হয়; (ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত এটি এমনভাবে সম্পর্কিত যে পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তের কোন পরিবর্তন সনাক্তকরণে সক্ষম হয়। একই আইনে যে সকল ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের বিষয় আছে সেগুলোর বেলায় ডিজিটাল স্বাক্ষরের বিষয়কেও সমবৈধতা দেয়া হয়েছে। যেমন- • ইলেকট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন (ধারা-৫) • ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনানুগ স্বীকৃতি (ধারা-৬) • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের আইনানুগ স্বীকৃতি (ধারা-৭)

অনলাইন কার্যক্রমে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা: বর্তমানে দেশের সরকারি দপ্তরসমূহ বিভিন্ন সেবা অনলাইনে প্রদান করছে। কিন্তু অনলাইন কার্যক্রমসমূহে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচিতি ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। কেননা উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার সময় অনলাইনে উপর্যুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথভাবে করা হচ্ছে কিনা তা পরবর্তীতে যাচাই করা সম্ভব হয় না। একইভাবে সেবাগ্রহীতাকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যদি কোন প্রত্যয়ন পত্র দেয়া হয়, তবে তার আইনগত বৈধতা নিয়ে পরবর্তীতে কোনো প্রশ্ন উঠলে তা বিদ্যমান আইনে আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৬ ও ৭ ধারা অনুযায়ী ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনগত স্বীকৃতির জন্য ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের সুবিধাসমূহ: • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরকে হাতে লেখা স্বাক্ষরের সমান বৈধতা দেওয়া হয়েছে; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা (confidentiality), স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি (authentication) ও তথ্যের অবিকৃতি (data integrity) নিশ্চিত করা যায়; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহার করে বার্তা প্রেরণ করলে প্রেরক পরবর্তীতে সেটি অস্বীকার (non- repudiation) করতে পারে না; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের আইনগত বৈধতা রয়েছে; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর যাচাই করার সুযোগ রয়েছে; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে জালিয়াতি রোধ করা যায়; • পেপারলেস অফিস সৃষ্টিতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহার করলে TCV (Time, Cost, Visit) যৌতিকভাব কমিয়ে আনা সম্ভব; • ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যাপক প্রচলন গ্রীন ইকনমি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ৪ টি স্তম্ভ বিনির্মাণে সিসিএ কার্যালয়ের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ: দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন (ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন), আইসিটি শিল্পের রপ্তানীমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার (ই-গভর্নেন্স) এই চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক) তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১৩) এর আওতায় গঠিত সিসিএ কার্যালয় রুট সিএ, বাংলাদেশ হিসাবে কাজ করে। সিসিএ কার্যালয়ে বাংলাদেশ রুট সিএ পিকেআই এর সকল ভৌত অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম এপ্রিল, ২০১২ সালে সিসিএ'র রুট কী জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। খ) আইসিটি শিল্পের রপ্তানীমুখী বিকাশ: ভারতভিত্তিক The Business Research Company Gi Digital Signature Global Market Report ২০২৩ অনুসারে ২০২৩ সালে International Digital Signature Market এর আকার হবে ৬.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের আইটি বিজনেস প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে উক্ত বৈশ্বিক বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সিসিএ কার্যালয় হতে এ পর্যন্ত মোট সাতটি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হল: • বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সিএ; • দোহাটেক নিউ মিডিয়া; • বাংলাদেশ ব্যাংক সিএ; • ডাটা এজ লিমিটেড; • ম্যাংগো টেলিসার্ভিস লিমিটেড; • বাংলাফোন লিমিটেড; • কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড।

গ) তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন: অনলাইন কার্যক্রমে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্তে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ২৮,৪০৬ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের অন্যতম অভিলক্ষ্য (মিশন) সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত মোট ১৫২৮ টি স্কুলের ৯৭৩৭৮ জন ছাত্রীকে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার: ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর প্রয়োগের ক্ষেত্রে হার্ড/ক্রিপ্টো টোকেন বহুল প্রচলিত। টোকেনটি দেখতে ফ্ল্যাশ বা ইউএসবি USB ড্রাইভের মত, যা কম্পিউটার বা ল্যাপটপের USB পোর্টের সংযুক্ত করতে হয়। উক্ত টোকেনটি পিন/পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হয়। এছাড়াও, ২০২১ সালে সিসিএ কার্যালয় হতে হার্ড/ ক্রিপ্টো টোকেন ভিত্তিক ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহার বান্ধব ডঙ্গলবিহীন ই-সাইনও চালু করা হয়।

স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রচলনের মাধ্যমে অনলাইন কার্যক্রমে আরো নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিসিএ এবং সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহে পিকেআই অবকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে। প্রণীত নীতিমালা অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচলিত ডঙ্গলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি গ্রাহক পর্যায়ে ডঙ্গলবিহীন ব্যবহারবান্ধব ডিজিটাল স্বাক্ষর (ই-সাইন) বিতরণের জন্যও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ই-সাইনের ক্ষেত্রে eKYC (electronically know your customer) এর মাধ্যমে ফেসম্যাচিং বা বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে গ্রাহকের পরিচয় যাচাই এবং স্বাক্ষর প্রদানের পূর্বে টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে স্বাক্ষর প্রদানকারীর পরিচয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সুপারিশসমূহ: গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ই-সেবা, ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইনে প্রদত্ত লাইসেন্স/সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র অথেন্টিকেশনে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে-

• তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারি ই-সেবায় ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;

• ব্যবহার ক্ষেত্র (usecase) এর ভিত্তিতে হার্ড টোকেন ভিত্তিক ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের পাশপাশি ডঙ্গল-বিহীন ই-স্বাক্ষর প্রচলনের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;

• প্রয়োজনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রচলনের জন্য সরকারি কার্যালয়সমূহে প্রণোদনা হিসেবে ই-সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারে ট্যাক্স রেয়াত প্রদান করা যেতে পারে।

• বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহে কার্যক্রম হিসেবে "ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ" অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

• সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/ বেসরকারি/ সফটওয়্যার উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর অন্তর্ভূক্তকরণের উপযোগী অ্যাপ্লিকেশন প্লাটফর্ম অর্থাৎ পিকেআই এনাবলড অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের নির্দেশনামূলক প্রজ্ঞাপন জারি করা যেতে পারে।

লেখক প্রাক্তন নিয়ন্ত্রক (যুগ্ম সচিব), সিসিএ কার্যালয়

শিশুদের প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার শেখানো প্রয়োজন

সোহেল মামুন

আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ, আমাদের জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকে সরকার। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন'। তার সুযোগ্য কন্যা বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারাকে ধারণ করে ইতোমধ্যেই 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়ন করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন লক্ষ্য হল রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া।

এটা সবাই স্বীকার করেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল পাচ্ছে মানুষ। করোনাকালে অনলাইনে ক্লাস করার কারণে শিশুরা আরো বেশি প্রযুক্তিমুখী হয়েছে। এখন মাধ্যমিক তো বটেই, প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তবে অনেক শিশুই জানে না, অনলাইনে কোন সাইট নিরাপদ, কোনটি নয়।সাইবার দুনিয়া শিশুদের জন্য নিরাপদ রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতনা খুবই জরুরি। একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু সুরক্ষার পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

প্রথমত, অনলাইন ব্যবহারে শিশুদের সচেতন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিশুদেরকে অনলাইন নিরাপত্তার কৌশল ভালোভাবে শিখাতে হবে।

তৃতীয়ত, শিশুদের প্রলোভনে পড়া যাবে না। অনলাইনে নিরাপদ থাকতে অপরিচিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রবেশ না করাই শ্রেয়।

চতুর্থত, সামাজিক যোগাযোগের সাইটে বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। কেবল পরিচিতদের সঙ্গেই বন্ধুত রাখতে হবে।

শেষতক, এটি বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পাসওয়ার্ড ব্যবহারে খুব সতর্ক হতে হবে। ই-মেইল এবং সামাজিক যোগাযোগের সাইটে অ্যাকাউন্টের জন্য অবশ্যই আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। এটি সবাই সতর্ক করেন যে, সাধারণ শব্দ, বাক্য বা ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ফোন নম্বর বা পরিবারের সদস্যদের নাম ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে না। বড় ও ছোট অক্ষরের সমন্বয়ে কমপক্ষে ১৪ সংখ্যার পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এতে পাসওয়ার্ডের নিরাপত্তা বাড়বে।

লেখক সাংবাদিক ও কলাম লেখক

আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লিজ্যাং-কিউন আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে বিদায়ী সাক্ষাত করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি বলেন আমরা ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করেছি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নমেন্ট এ চারটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ শুরু করেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং আইসিটি সংশ্লিষ্ট বৃহৎ প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সমর্থন পাওয়ার বিষয়েও পলক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে আইসিটি খাতসহ সকল খাতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে আরও এগিয়ে যাবে।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি
নিউজলেটার

শেষ পৃষ্ঠা

আইসিটি বিভাগের নতুন সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নতুন সচিব হিসেবে যোগদান করলেন মোঃ সামসুল আরেফিন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১১তম ব্যাচের কর্মকর্তা। এর আগে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিসিএস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রথম সহকারী কমিশনার হিসেবে মানিকগঞ্জে যোগদান করেন।

তিনি অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি সহকারী কমিশনার, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন জেলায় মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে অনার্স এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে-বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি দাপ্তরিক প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইডেনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি সফর করেছেন।

মাদারীপুর জেলার কৃতি সন্তান সামসুল আরেফিন। তিনি শহরের ইটেরপুল লাল বাড়িতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও ২ (দুই) সন্তানের জনক।

“জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী” উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে বঙ্গবন্ধু যে তর্জনীর ইশারা দিয়েছিলেন, সেই তর্জনীর ইশারায় দেশের ব্যাংক, বীমা, অফিস আদালতস্বত্ব সবকিছুই পরিচালিত হয়েছিল। তর্জনী উঁচিয়ে জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। কীভাবে একটি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ও ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তিনি বলেন সেই তর্জনীর নামেই আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আমরা উন্মোচন করছি “জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী”।

প্রতিমন্ত্রী আগারগাঁও বিসিসি অডিটরিয়ামে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে দেশের সাধারণ জনগণকে বাংলায় ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা প্রদানে “জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিৎ কুমার এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন এবং ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টারের প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সাইফুল আলম খান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করছি। এই স্মার্ট বাংলাদেশের সুফল পেতে হলে আমাদের শুধু বিদেশ নির্ভর সেবার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আমাদের স্বাবলম্বী হতে হবে। আমরা এমন একটি স্মার্ট বাংলাদেশ ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চাই, যেটি হবে স্বাবলম্বী। সেই স্বাবলম্বী স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমরা এনেছি তর্জনী।

পলক বলেন, আমরা আত্মনির্ভরশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে আমাদের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, নিজস্ব ব্রাউজারে ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। আমরা শুধু ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং করবো না, আমাদের দেশ থেকেও গুগল, অ্যামাজন, ফেসবুক ও আলীবাবার মতো বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি তৈরি ও উদ্ভাবনে তরুণদের সহযোগিতা করাই আমাদের আইসিটি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য। সেই ক্ষেত্রে তর্জনী প্রকাশের মাধ্যমে আজ একটা বিশাল অগ্রগতি হলো। এখানে সরকারের বিভিন্ন সেবা, নিউজপোর্টাল ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) এস্টাবলিসমেন্ট অব সিকিউরড ই-মেইল ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার এর উদ্যোগে চালু করা ‘তর্জনী’ ব্রাউজার। গুগল ক্রোম একটি দ্রুত এবং নিরাপদ ব্রাউজার, যা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে তর্জনী ব্রাউজারটি তৈরি করা হয়েছে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের ভাষাগত জটিলতা দূরীকরণের জন্য। ব্রাউজারটিতে শুধু বাংলা নয়; ব্যবহারকারীদের জন্য রয়েছে ইংরেজি ভাষাও। অ্যাপল এবং গুগল প্লে স্টোরে মিলবে নিরাপদ ও দ্রুতগতির এই বাংলাদেশি ব্রাউজার।

এর আগে সকালে প্রতিমন্ত্রী আইসিটি টাওয়ার চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিনসহ বিভাগ ও সংস্থা সমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ভাবনী ও সমস্যা সমাধানকারী তরুণদের হাতেই রচিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদ মিলনায়তনে আধুনিক মার্কেটিং এর জনক ফিলিপ কটলারের ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে দেয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন উদ্ভাবনী বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ও ‘সমস্যা সমাধানকারী’ তরুণদের হাতেই রচিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। এজন্য এরই মধ্যে সরকার সবার জন্য সুলভ ও সহজলভ্য করেছে ইন্টারনেট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে “স্মার্ট জাতি ও স্মার্ট নাগরিক” তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যান্ড ফোরাম মার্কেটিংয়ের ভূমিকা শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। পলক ইন্টারনেটের এই শক্তি ব্যবহার করেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ক্রমেই সঙ্কটময় হয়ে ওঠা মার্কেটিং-এ পণ্যই যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে ‘কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং’ এর বিষয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান ।

এশিয়া মার্কেটিং ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা হারমাওয়ান কেরতাজায়ার উপস্থাপনার সূত্র ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেরা হওয়ার দরকার নেই। সবার থেকে আলাদা হতে হবে; যেমনটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে উন্নয়ন যাত্রা করেছেন। বক্তব্যে পলক জানান, দেশের ৫ সফটওয়্যার প্রকৌশলীর তৈরি সুরক্ষা অ্যাপ এরই মধ্যে ৫মিলিয়ন ডাউনলোড হয়েছে। ১৫০ মিলিয়ন মানুষকে সেবা দেয়া হয়েছে। স্বনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে উপস্থিত তরুণদের ব্যবসায় ধারণা জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, স্মার্ট জনবল গড়ে তুলতে এবারের বাজেটে বিশেষ সুযোগ রাখা হচ্ছে। এর আগে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে বাজারজাত করণের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে একটি দীর্ঘ উপস্থাপনা তুলে ধরেন আধুনিক মার্কেটিং এর জনক প্রফেসর ফিলিপ কটলার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এশিয়া মার্কেটিং ফেডারেশনের সভাপতি ড. সৈয়দ ফরহাত আনোয়ার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাসের কাউন্সিলর রাধেন ওসমান ইফেন্দি এবং বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম সভাপতি শরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে “ইন্টারন্যাশনাল গার্লস ইন আইসিটি ডে”২৩ পালিত

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আরো নিশ্চিত করতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে “ইন্টারন্যাশনাল গার্লস ইন আইসিটি ডে” ২০২৩। এবারের প্রতিপাদ্য, ডিজিটাল স্কিলস ফর লাইফ। দিবসটি উপলক্ষ্যে ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আইসিটি টাওয়ারের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন।

অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিৎ কুমার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি সচিব সফ্টস্কীল কিংবা আইসিটি খাতে নারীদের কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, তাদের দক্ষ জনশক্তিতে তৈরি করতে পারলেই দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে এবং অনেক এগিয়ে যাবে। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, দেশের নারী উদ্যোক্তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সচিব বলেন, নারীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তিনি তাদেরকে নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নারী ও পুরুষ একসাথে এগুলেই হবে স্মার্ট বাংলাদেশের নির্মাণ।

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) **প্রকাশক** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
সম্পাদক **মোঃ মোস্তফা কামাল**, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও এস. এ. এম. রফিকুন্নবী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) **নির্বাহী সম্পাদক** মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, পরিচালক (অর্থ এবং প্রশাসন)
যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ শকুন্তলা মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com